গোল মরিচের উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা উৎপাদনঃ কেবল অযৌন পদ্ধতিতেই গোলমরিচের বংশ বিসত্মার হয়। সেন্ট্রাল সিডার যা প্রধান গাছেল গোড়া থেকে গজায় এমন লতা থেকে বীছন (কাটিং) সংগ্রহ করাই উত্তম। কমপক্ষে ৩-৪ গিটসহ ৩০-৪৫ সেমি লম্বা শাখা কাটিং হিসেবে নিতে হবে। কাটিংগুলো সরাসরি সহায়ক গাছের গোড়ায় লাগানো যেতে পারে। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম। বীজতলায় কাটিং লাগালে ২০-৩০ দিনের মধ্যে নতুন কুঁড়ি বের হতে শুর করে। এক বছর বয়সের কাটিং বাগানে লাগানোর উপযুক্ত।

জমি তৈরিঃ

 গোলমরিচের জন্য পাহাড়ী উর্বব দো-অাঁশ মাটি প্রয়োজন এবং দ্রম্নত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা একামত্ম প্রয়োজন।

চারা রোপণ :

 চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-মে) মাসে প্রত্যেক সহায়ক বৃক্ষের পাশে তৈরি গর্তে ২-৩ টি কাটিং লাগাতে হবে এবং এর পরই পানি দিতে হবে। কাটিংগুলি সহায়ক বৃক্ষের উত্তর পার্শ্বে লাগানো হলে সূর্যের তাপ কম লাগবে। সূর্য তাপ হতে প্রাথমিকভাবে রক্ষার জন্য পাতাওয়ালা গাছেল ডাল বা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।জংলী যে কোন বৃক্ষ বা ফলের গাছ (কাঁঠাল, লটকন, ইত্যাদি ছাড়া যে সব গাছে গোড়া ও প্রাথমিক বড় শাখাতে ফল ধরে) সহায়ক বৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরি : গর্তের আকার ৫০\*৫০\*৫০ সেমি।

সারের পরিমাণ

 গাছের বৃদ্ধি এবং ফলন পেতে হলে সময়মত প্রয়োজনীয় সার নিম্নণরূপ হারে প্রয়োগ করতে হবে।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| সারের নাম | প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ | গাছপ্রতি সার প্রয়োগ |
| প্রথমবার | দ্বিতীয়বার |
| গোবর | ১০৫ | - | - |
| টিএসপি | ২৫০ | - | - |
| ইউরিয়া | - | ৫০ | ৫০ |
| মিউরেট অব পটাশ  | - | ৫০ | ৫০ |

বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণ গাছপ্রতি ও প্রয়োগের সময় নিম্নরূপ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সারের নাম | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
|  |  |  |
| গোবর | - | ৫ | - | ৫ |
| টিএসপি | - | ২৫০ | - | - |
| ইউরিয়া | ১০০-১৫০ | ১০০-১৫০ | ১০০-১৫০ | ১০০-১৫০ |
| মিউরেট অব পটাশ  | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

 প্রথমবার সার প্রয়োগ করতে হবে বর্ষা শুরম্ন হওয়ার পূর্বে অথবা বৈশাখ মাসে এবং ২য় বার বর্ষার শেষে আর্থাৎ আশ্বিনে। গর্তগুলি ১০-১২ দিন খোলা রাখার পর প্রতি গর্তে ১০ কেজি পচা গোবর ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে পূর্ন করে রাখতে হবে।

পানি সেচঃ

 রোপনের সময় মাটি শুকনো থাকলে সেচ দিতে হবে। খরা মওসুমেএমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে মাটিতে সব সময় রষ থাকে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি ফুটো কলসি অথবা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পানি ভর্তি করে সহায়ক গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ফুটো দিয়ে সারাক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকলে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলের জন্য সবচেয়ে উপকারী । অতি বৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সেজন্য নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাঁটাই

 গোল মরিচ গাছের শাখা-প্রশাখা বেড়ে অতিরিক্ত ঝোপ হয়ে গেলে তা সামান্য পরিমাণে পাতলা করে দিতে হবে। প্রথম পাঁচ বছর গোল মরিচ গাছের তেমন কো ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন নেই। তবে ফসল সংগ্রহের সুবিধার জন্য লতার আগা কেটে দেয়া যেতে পারে। এতে পার্শ্ব শাখাগুলো মজবুত এবং অধিক ফল দেয়। বর্ষা মওসুমে গোল মরিচ গাছ যেম প্রচুর আলো-বাতাস পায় সেজন্য প্রয়োজনমত সহায়ক গাছ বর্ষা মওসুমের শুরুতে ছেটে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

 গোল মরিচ গাছে তেমন কোন মারাত্মক কীটপতঙ্গ বা রোগবালাই দেখা যায় না।

ফসল রংগ্রহ :

 লতা রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে ফসল ধরা শুরম্ন করে। একটি গাছ পূর্ণ উৎপাদনের অবস্থায় আসে ৭-৮ বছর বয়সে এবং ২০ বছর পর্যমত্ম ভাল ফলন দেয়। গোল মরিচ গাছ এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথমার্ধে ফুল আসে। ১০-১৫ সেমি লম্বা গুচ্ছে খুব ছোট হলুদ ফুল ফোটে যা পরবর্তী সময়ে পাকা বেরিতে রূপামত্মরিত হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে যখন ২-১টি ফল লাল হয় তখনই সম্পূর্ণ গুচ্ছটি কেটে নিতে হয়।

 পূর্ন বয়স্ক একিট গাছ গড়ে ৪-৫ কেজি কাঁচা মরিচ ফলন দেয় যা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শুকানোর পর গড়ে ১.৫০ কেজি হয়।

ফলন প্রক্রিয়াজাতকরণ

 সংগ্রহের পর ফলগুলো গুচ্ছ থেকে আলাদা করে একটি পাত্রে জমা করতে হবে। তারপর দানাগুলো পানিতে ১০ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরা দিয়ে ফলগুলো রোদে শুকাতে হবে। যে পানিতে দানাগুলো সিদ্ধ করা হয়েছে সেই পানি কিছুক্ষণ পর পর দানাগুলোর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে শুকনা গোল মরিচের রং সুন্দর হয়, সুগন্ধ অটুট থাকে এবং ঝাল নষ্ট হয় না। এভাবে ৬-৭ দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে বাজারজাত করা যায়।